চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম- ২৬ আগস্ট ২০১৭ খ্রি.

চট্টগ্রামে নিযুক্ত ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার সোমনাথ হালদারকে বিদায় সংবর্ধনা দিল চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

ঐতিহাসিকভাবে ভারত বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু ও সুপ্রতিবেশি। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের সর্বাত্মক সহযোগিতা বাংলাদেশের মানুষের কাছে চিরস্মরণীয়। কয়েক দশক ধরে চট্টগ্রামের মানুষকে ভারতীয় হাই কমিশন সেবা দিয়ে যাচ্ছে, যা প্রশংসার দাবী রাখে। চট্টগ্রামে নিযুক্ত ভারতের মান্যবর সহকারী হাইকশিনার শ্রী সোমনাথ হালদারের চট্টগ্রামের দায়িত্ব থেকে বিদায় উপলক্ষ্যে তাঁকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে ২৬ আগস্ট ২০১৭ খ্রি. দুপুরে চিটাগাং ক্লাবের সম্মেলন কক্ষে সংবর্ধনা দেয়া হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। এতে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রামস্থ রাশিয়ার কনস্যুল জেনারেল মান্যবর ওলেগ পি বয়কো (Mr. Oleg P. Boyko), প্যানেল মেয়র চৌধুরী হাসান মাহমুদ হাসনী। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন মেয়রের একান্ত সচিব মো. মঞ্জুরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের কনস্যুল জেনারেল, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ও কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন মিডিয়ার ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রধান অতিথি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, ভারত বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু। মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে আজোবদি ভারত বাংলাদেশের মানুষের পাশে আছে। তিনি বলেন, প্রতিবেশি দেশ হিসেবে ভারতের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-চিকিৎসা সহ নানা বিষয়ে পারস্পরিক গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুপেয় পানি, সংস্কৃতি সহ নানা বিষয়ে নি¤œ আয়ের এবং পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠীর কল্যাণ করে যাচ্ছে ভারত। এ ছাড়াও আলোকিত নগরীর বিষয়ে চট্টগ্রাম নগরীতে সহযোগিতা করতে চান ভারত। তাদের এ প্রস্তাব বর্তমানে বিবেচনাধীন আছে। মেয়র বলেন, আলোকিত পরিবেশবান্ধব, পরিচ্ছন্ন নগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে অবকাঠামো ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন ছাড়াও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আলোকিত নাগরিক গড়ার প্রত্যয়ে এবং স্বাস্থ্য সেবা জনগনের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম সর্বত্র প্রশংসিত। বিশেষ করে স্বাস্থ্য সেবা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী সেবা, দন্ত্য ও চক্ষু চিকিৎসা সেবা নতুন সংযোজন। মাত্র ১০ টাকা ফি দিয়ে যেকোন নাগরিক চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করতে পারে। মেয়র বলেন, বিলবোর্ড উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে নৈসর্গিক রূপ ফিরিয়ে আনা, পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম দিনের পরিবর্তে রাতে করা, ডোর টু ডোর আবর্জনা ব্যবস্থাপনা নগরবাসীর জন্য স্বস্তিদায়ক বলে আমার ধারনা। মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, চলতি বছরের মধ্যে নগরীকে পরিবেশবান্ধব নগরীতে রূপ দেয়া হবে। দেড় বছরের মধ্যে শতভাগ আলোকিত নগর গড়া হবে। রাস্তা-ঘাট সংস্কারের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

চলতি অর্থ বছরে এ সময়ের মধ্যে ৬শত প্রকল্প কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। অপরাজনীতি, বিভ্রান্তি ও বিকৃত মানসিকতার কারণে চট্টগ্রামের কার্যক্রম হয়ত অনেকের দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারেনি। তবে সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতার ভিত্তিতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত কোন নাগরিক এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্তাপন করতে পারেনি। বর্ষাকালের জলাবদ্ধতা নানা কারণে হয়ে থাকে। বৈশ্বিক প্রভাব, সাগরের পানির উচচতা বৃদ্ধি, অতি মাত্রায় জোয়ার, লাগাতার ভারীবর্ষণ, খাল-নালা দখল, পুকুর জলাশয় বিলোভ সাধন, পাহাড় ক্ষয় সহ নানাবিদ কারণে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। এ জলদুর্ভোগ নিরসনে প্রচেষ্টা চলছে। তিনি আশা করেন, নগরবাসীর সহযোগিতায় সকল ধরনের নাগরিক সেবা শতভাগ নিশ্চিত করা হবে। বিদায়ী সহকারী হাই কমিশানর সোমনাথ হালদার বলেন, ধৈর্য্য ধারন করে সকল প্রকার বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে বাংলাদেশকে সামনে এগুতে হবে। কারণ কিছু শক্তি চান না বাংলাদেশ উন্নত হোক। ভারত অতিতে বাংলাদেশের পাশে ছিল, আজো আছে, আগামীতেও থাকবে। সন্তান জন্মের সময় মায়ের প্রসব বেদনার যন্ত্রনা ন্যায় ভারত বাংলাদেশের

যন্ত্রনা বুঝতে পারে। কারণ দেশের জন্মের সময় ভারত পাশে ছিল ও সহযোগিতায় ছিল। সোমনাথ হালদার চট্টগ্রামের বাশখালীতে ১৫০টি নলকূপ স্থাপন, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি সহ অন্যান্য থানায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, চাঁদপুরে ছাত্রী নিবাস, সিলেটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, সুইপার কলোনী নির্মাণসহ সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নানামুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। তিনি বলেন, উচ্চ শিক্ষার জন্য ভারতে বৃত্তি প্রদান এবং মানবতার উপর পরিচালিত আক্রমনাত্মক কার্যক্রম নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে সংস্কৃতি কর্মকান্ডকে বেগবান করা হয়েছে। ফলে ধর্মের নামে পরিচালিত জঙ্গবাদী কার্যক্রম ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে চলেছে। চট্টগ্রামে নিযুক্ত রাশিয়ার হাই কনস্যুল জেনারেল মান্যবর ওলেগ পি বয়কো (Mr. Oleg P. Boyko) মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে আজোবদি রাশিয়া বাংলাদেশের পরম বন্ধু হিসেবে পাশে আছে। আগামীতেও রাশিয়া বাংলাদেশের পাশে থাকবে। তিনি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীনের নানামুখী সেবা কার্যক্রমের প্রশংসা করে বলেন, চট্টগ্রাম ধীরে ধীরে উন্নতির শীর্ষে যাচ্ছে। তিনি নিরাপদ এ জনপদে জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতারও প্রশংসা করেন। বিদায় অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন ভারতের বিদায়ী সহকারী হাই কমিশনার সোমনাথ হালদারকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মনোগ্রাম খচিত ক্রেস্ট, উপহার সামগ্রী ও ফুলেল শুভেচ্ছায় বিদায় জানান। এ ছড়াও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্মকর্তাদের পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আবদুর রহিম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বহস্তে লিখিত কারাগারে রোজনামচা বইটি উপহার দেন। ভারতীয় বিদায়ী সহকারী হাই কমিশানার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়রকে তাদের দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নির্ভর উপহার প্রদান করেন।

চট্টগ্রাম- ২৬ আগস্ট ২০১৭ খ্রি.

সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীনের সাথে চট্টগ্রাম বন্দর কর্মচারী পরিষদের নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের মতবিনিময়

১ঘন্টার জন্য চট্টগ্রাম বন্দর বন্ধ রাখা যাবে না-- মেয়র

২৪ আগস্ট ২০১৭ খ্রি. তারিখে চট্টগ্রাম বন্দর কর্মচারী পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ২৫টি পদের বিপরীতে ৩টি প্যানেলে বিভক্ত হয়ে ১১৮ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রতিনিধি নির্বাচনে ৩৮৭৫ জন ভোটারের মধ্যে ২৯৯১জন ভোট প্রয়োগ করেন। ৩ প্যানেল থেকে নির্বাচিত সকল নেতৃবৃন্দ ২৬ আগস্ট ২০১৭ খ্রি. বিকেলে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত এবং মতবিনিময় করেন। নগরভবনের কে বি আবদুচ ছত্তার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক সহ সকলে পরিচিত হন। এ সময় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন নির্বাচিত সিবিএ নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর দেশের অর্থনীতির হৃদপিন্ড। কোন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করে কোন মহল যাতে চট্টগ্রাম বন্দরকে অশান্ত করতে না পারে সেদিকে সকলকে সুদৃষ্টি দিতে হবে। তিনি বলেন, ১ঘন্টার জন্য চট্টগ্রাম বন্দর বন্ধ রাখা যাবে না। কারণ চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা ও সচল রাখার উপর সরকার এবং দেশের ভাবমূর্তি নির্ভর করে। মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন নির্বাচিত সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কর্মচারীদের স্বার্থ সংরক্ষনে নিষ্ঠা ও সততার সাথে দায়িত্ব পালন করার আহŸান জানান। তিনি বলেন, নির্বাচিত বা পরাজিত এ বিষয়গুলো বিবেচনায় না রেখে ঐক্য অটুট রেখে সকল ধরনের বৈষম্য পরিহার করে অশুভ শক্তির শ্যানদৃষ্টি থেকে চট্টগ্রাম বন্দরকে রক্ষা করে ধীরে ধীরে বন্দরের উন্নয়ন তরান্বিত করতে সিবিএ কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। পরে মেয়র নির্বাচিত সকলকে শপথ বাক্য পাঠ করান। মতবিনিময় সভায় জাতীয় শ্রমিক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সফর আলী, নির্বাচিত পরিষদের সভাপতি আবুল মনসুর আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক রফি উদ্দিন খান, কার্যকরি সভাপতি মো. আজিম, সহ সভাপতি ক ম এয়াকুব, নাদির উদ্দিন পাটোয়ারী, সঞ্চয়ন সেন, মারুফ কামাল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. নায়েবুল ইসলাম ফটিক, কাজী আবদুচ ছাদেক নান্না, সহ সম্পাদক মো. শাহীন, মো. নাসির উদ্দিন চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ রেজাউল করিম রাজু, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. কামরুল ইসরাম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আখতারুজ্জামান মাসুম, দপ্তর সম্পাদক বিশ্বজিত দেব, আইন বিষয়ক সম্পাদক মোস্তাফা ফরিদুর রেজা, ক্রীড়া

সম্পাদক আবদুল মান্নান, সদস্য আশীষ কান্তি মুহুরী, রেজাউল করিম আলমগীরসহ কমিটির নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

চট্টগ্রাম- ২৬ আগস্ট ২০১৭ খ্রি.

আসন্ন অষ্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ টেস্ট ম্যাচ এবং ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে আগামী ৩০ তারিখের মধ্যে নগরীর ভিআইপি ও গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সমূহ জরুরী ভিত্তিতে মেরামত ও উন্নয়ন এর সিদ্ধান্ত দিলেন মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন

আসন্ন অষ্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ টেস্ট ম্যাচ এবং ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন আগামী ৩০ আগস্টের মধ্যে নগরীর এয়ারপোর্ট রোড, এম আজিজ রোড, ডিটি রোড, পিসি রোড, জাকির হোসেন রোড, শেখ মুজিব রোড, ট্রাঙ্ক রোড, আরকান রোড, হাটহাজারী রোড সহ জনগুরুত্বপূর্ণ সকল সড়ক জরুরী ভিত্তিতে সংস্কার, মেরামত ও উন্নয়ন করে জন দূর্ভোগ দুর করার জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করে কাজ সমাপ্ত করার নির্দেশ দেন □ ২৪ আগস্ট ২০১৭ খ্রি. বৃহস্পতিবার, রাতে নগর ভবনে সম্মেলন কক্ষে প্রকৌশলী ও ঠিকাদারদের এক জরুরী সভায় মেয়র এ নির্দেশ দেন। মেয়র জন দূর্ভোগ লাঘব, বিদেশী খেলোয়াড়দের নির্ভিঘেœ যাতায়াত নিশ্চিত করা, আসন্ন ঈদ-উল-আযহায় সাধারন মানুষের স্বাভাবিক যাতায়াতের পথ সুগম করতে তিনি সকলকে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করার নির্দেশ দেন। মেয়র চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশরেশনের এ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট এবং কন্ট্রাকটরদের মাধ্যমে অন্যান্য ব্যাক্তি মালিকানাধীন এ্যাসফল্টপ্ল্যান্ট দ্বারা মালামাল তৈরী করে তড়িৎ গতিতে মান সম্পন্ন সংস্কার ও উন্নয়ণ কাজ তরান্বিত করার পরামর্শ দেন। এসময় মেয়র প্রকৌশল বিভাগের সিভিল,যান্ত্রিক ও বিদ্যুৎ এবং পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছুটি বাতিল করেন। জনাব আ জ ম নাছির উদ্দীন বিদ্যুৎ বিভাগে কর্মরত সকলকে একযোগে সড়ক আলোকিত রাখার লক্ষ্যে সকল ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং পরিচ্ছন্ন বিভাগের সকলকে নিরলসভাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন। এছাড়াও ফুটপাত সর্বসাধারনের চলাচলের সুবিধা রেখে হকারদের শৃংখলায় আনায়নের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটদের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি দেশী-বিদেশী সকলের জন্য চট্টগ্রামকে নিরাপদ নগরী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ওয়াসা সহ সকল উন্নয়ন সংস্থার রাস্তা খোড়াখুড়ির কাজ ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ রাখার আহবান জানান এবং অবৈধভাবে গড়ে উঠা সকল পশুর হাট উচ্ছেদ করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের আহবান জানান। সভায় নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মিসেস সনজিদা শরমিন, স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট জাহানারা ফেরদৌস, ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. মাহফুজুল হক, আবু সালেহ, কামরুল ইসলাম, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা শেখ শফিকুল মন্নান ছিদ্দিকী সহ তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী এবং জনসংযোগ কর্মকর্তা সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদদাতা
মো. আবদুর রহিম
জনসংযোগ কর্মকর্তা